বাঙলা শায়েরি

জিয়াদ আলী

আমি যখন সুরায় বেহুঁস
মধ্যরাতের সরাবখানায়
পাক আসমানের ফেরেশতারা
আমার জন্য সালাম জানায়।

কখন তুমি পড়বে নামাজ
সকাল সন্ধ্যা নেই যেখানে
জায়নামাজের মাদুরখানা
যায় ভেসে যায় জলের টানে।

ইমাম করে না-ফরমানি
কার পিছনে দাঁড়াই বলো
কোরান কেতাব বিক্রি করে
ববং শুঁড়িখানায় চলো।

বোমার আগুন চতুর্দিকে
শরীর মুড়ে ছাই হয়ে যায়
দাফন তুমি করবে কাকে
কোথায় যাবে কার জানাযায়!

ফিনফিনে এই জ্যোৎস্না মাখানো
অরণ্য আর পাহাড়ের শোভা
এসব দেখেও নিষ্ঠুর বিধি
সুরা ছুঁলে বলে তওবা তওবা।

হালাল বুঝি না হারাম বুঝি না
যা খিদে মেটায় তাই খুঁটে খাই
যে নারী কখনও বাঁধবে না ঘর
তারই সাথে করি গূঢ় আশনাই।

হৃদয়ের মাঝে যে করে বিরাজ
তাকে পেতে কে মসজিদে যাও
স্বর্গের পথ খুঁজেও পাবে না।
সবারের নেশা যদি না বাড়াও

হৃদয়ের খাঁচা শূন্য হাওয়ায়
উড়ে গেছে পোষা গর্ভিনী পাখি
বিষাদ মাখা এ মন নিয়ে বলো
তোমাকে ডাকাটা মানায় না কী!

গহনার নৌকোয় দেখেছিলাম

বেণু দত্তরায়

গহনার নৌকোয় দেখেছিলাম কবে যে দুর্গা প্রতিমার মতো
মেয়েটির মুখ
ঘামে গর্জন তেলে যে সেই প্রতিমার মুখ টক্‌টক্ করছিল

অপরাহ্নবেলার রাঙা সূর্যের আবীর তার সিঁথায়
সাপ্‌লা- কলমিলতায় তার চোখ ছলছল করছিল

সে আজ কতদিনের কথা
সন্ধ্যে হলে আজো অন্ধকারে নিমীলিত পিদিম জ্বলে ওঠে
গহনার নৌকো ভাসে জলে প্রতিমার সেই মুখ
গাছকৌটো-হাতে মেয়েটিকে দেখি
যখন সে উঠে দাঁড়ায় সারাঅঙ্গে অলঙ্কারের দ্যুতি
ঝল্‌মল্ করে
গহনার নৌকোর সেই মুখ মস্তবড়ো সিঁথের লালে
অপরাহ্ন বেলার নদী বড়ো টক্‌টক্ করে হে

আমি তাকে বলি, চিনি তোমাকে চিনি—
বাড়ি কাছিয়ে এলোহে মেয়ে এইবেলা নামোহে উন্মুখ

হাতে তোমার কাঁকন বেজে উঠুক রিনিরিনি

আকাশ ও মল্লিকা - ১০

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার যখন উনিশ বছর—
ষোলো মল্লিকার:
বাতাস তখন উষ্ণ ছোঁয়া, ছায়া আমের বোলে
উচ্চকিত মল্লিকা - নাম স্রোতের কলরোলে।

থেমেছে স্রোত, মল্লিকা নেই
এখন সে নাম ছুঁয়ে
আলোকমাতাল আলতো বিকেল অদৃশ্য কোনখানে
মিলিয়ে গেলে বিভোর জবা
জলের ওপর নুয়ে।

মল্লিকা নেই, আছে তো নাম— সব কিছুকেই ছুঁয়ে।

(আকাশ ও মল্লিকা সিরিজের ১০নং এবং শেষ কবিতা)

সহজ পাঠ

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

আজ পড়ন্ত রোদে মাঠে তিলফুল
তার কাছে অনুচিত বেলা।
অন্যমনস্ক পথে নতুন সময় শুধু
ঈশ্বর ও মৃত্যুভয় নিয়ে—
অর্থহীন দড়ির মতন পড়ে আছে।

এখানেই যাতায়াত সারাদিন—রূপকথা খুঁজি
এক অক্ষর মৃত্যুকে লিখি না।

নৌকা-সংহিতা

রামকিশোর ভট্টাচার্য

প্রতিবারই নৌকাটিকে চেনা মনে হয়। হাত বাড়ায়
শৈশব স্মৃতি। নদীর রং যায় বদলে। নীল আকাশকে
পাশে নিয়ে প্রশ্ন পাঠাই নৌকার নামে। কয়েদখানার ছাপ গায়ে
ফিরে আসে। অথচ কতবার ঢেউ-উৎসবে-আয় জোছনা ঝেঁপে
গান গেয়ে ছিলাম একসঙ্গে। মধু হাওয়াকে ডেকে বসিয়েছিলাম
মাঝির আসনে। দিদিমার গল্পে সাজানো নৌকার শরীর।
এখনও বর্ষামাসে সেই সব সুখ কণাগুলি টৌকা দেয়
জানলার গায়ে। বউ কথা কও দিনের পরম্পরা উঠে আসে
স্বপ্ন-সংহিতায়। ভোর-উপত্যকায় আঁকা নৌকাটির ছবি।
হাত বাড়াই...ধানের আড়াল থেকে...জীবাশ্মের স্তূপ থেকে
কত যুগ উড়ে যায় একঝাঁক রাজনৈতিক হাঁস...

মাটির বেহালার কবি

[কবি তরুণ সান্যাল শ্রদ্ধাস্পদেষু]

ঋতম্ মুখোপাধ্যায়

মাটির বেহালা বলে, বিগত যৌবন
রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা কেটে গেছে একা
যেমন উদ্ভিদ চায় জল মাটি হাওয়া—

শিকড়ে দেশজ টান পুরাণ কথন
বিশ্বের দর্পণে তবু মুখচ্ছবি দেখা
কায়া নৌকায় ভেসে সারি গান গাওয়া

অর্থনীতি রাজনীতি সমাজ প্রগতি
নাস্তিকের স্তোত্রপাঠে শুদ্ধ শিল্প প্রীতি

মানুষই ঈশ্বর আর সবুজ পৃথিবী
অচিন পাখির খোঁজে ক্রমে বেলা বাড়ে
চতুর্থ পেরেক আছে স্মৃতির ভিতরে
বিযুক্তি অভিশাপে হারিয়েছে সবই

সন্ত্রাসে সংলাপে তবু ক্রোধ আজও জাগে
নিঃসঙ্গ মেধাবী কবি বেদনা বৈরাগে!

অস্তিত্ব বিষয়ক

অমিত রায়

১.

ফিরে যাব একথা বলিনি কখনো, এই দুটি হাতে
ছুঁয়েছি আনম্র ধানক্ষেত, শারদ নক্ষত্র বেয়ে
নেমে আসা ছুটির কাশফুল,
আমি ফিরে যাব একথা বলিনি কখনো!
এই আমার উঠোন, ভিটেময় অস্তিব্রহ্ম, আকাশের ছায়া
ঢেকে দিচ্ছে কি অবলীলায়, আমার দিন রাত্রির
প্রতিক্ষার প্রহরে আকাঙ্ক্ষায় নুয়ে থাকে,
এই আমার বিনীত সংসার ডুবে আছে শিথিল নৈঃশব্দে,
এভাবেই জেগে থাকা, আর এক ইতিহাস
এভাবেই বেঁচে থাকা, আর এক জীবন
যদি অন্তহীন!

২.

অবশেষে পড়ে রইল নদীর উপমা
এই ভার আমি বইতে পারছি না,
বৃত্তের ভেতরে স্থবির এক অত্যাগসহন
আমাকে পরিহাস করে,
আমি বেরিয়ে আসতে চাই উত্তর হাওয়ায়,
তোমার মুখ খুঁজবো এই নীল আকাশের
মাঝখানে নিহিত সন্ধ্যাতারায়,
এই হাতে আর উপমা নয়
নদী নয়,
ছুঁয়ে আছি প্রবাহ অনন্ত নীল জলে!